মানবাধিকার লংঘন

পুলিশের গুলিতে মৃত শ্রমিকের মা-কে কমিশনের ক্ষতিপূরণের সুপারিশ

মালবাজার থানার অর্ন্তগত, রাণীচেরা চা বাগানে সম্পূর্ণ সন্দেহের বশীভূত হয়ে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তাতে একজন শ্রমিকের মৃত্যু এবং ছয়জন গুলিবিদ্ধ হয়, এছাড়াও আরও একজন আহত হয়।

গত ২১.৮.৯৯ তারিখে, বিকেল ৫টা নাগাদ, পাঁচহাজার কেজি চা-এর বর্জ্য, একটা ভাড়া করা ট্রাকে চা বাগান থেকে পাঠানো হচ্ছিল। কিছু শ্রমিক-এর সন্দেহ হয় যে ঐ চা বাগানের ম্যানেজার হয়তো এইভাবে চা পাচার করছে। সুতরাং তারা ট্রাকটাকে কারখানার গেটে আটকে দিয়ে হৈ হট্টগোল শুরু করে দেয়। এই সংবাদ পেয়ে ম্যানেজার ও ম্যানেজমেন্টের লোকজন ট্রাকটাকে উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে চলে আসে। ম্যানেজারের মারুতি গাড়ী যখন কারখানার কাছে আসে তখন বিদ্রোহী শ্রমিকেরা ম্যানেজার ও তার সঙ্গীদের গাড়ী থেকে বার করে কারখানার দিকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। তারা ম্যানেজারের কোন কথা না শুনেই, ম্যানেজার ও তার লোকজনদের গালাগালি ও হেনস্তা করতে থাকে। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, মনিরাম বেনিয়ার উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা যখন বিফলে যায় তখন তিনি মাল থানায় খবর পাঠান এবং সেই সঙ্গে তার সহায়ক ট্রেড ইউনিয়ন সমর্থক নারায়ণ অগাস্টাসকে ঘটনাস্থলে নিয়ে আসেন। পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে আসে। উত্তেজিত জনতা পুলিসের গাড়ীকে কারখানায় ঢুকতে বাধা দান করে, এবং জনতার আক্রোশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রী শ্যামলাল-এরও শ্রমিকদের শান্ত করার প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়।

পুলিস অফিসাররা ম্যানেজমেন্ট ও ট্রেড ইউনিয়নের লোকজনদের সঙ্গে আলোচনার পর স্থির করলেন যে ম্যানেজমেন্ট-এর লোকজনরা পুলিসের কাছে বশ্যতা স্বীকার করবে এবং মাল সমেত ট্রাকটিকে পুলিস গ্রেফতার করবে এবং পরবর্ত্তী ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট তদন্তের পরে নেওয়া হবে। এইরূপ শর্তেও উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করা যায়নি, তাদের বক্তব্য ম্যানেজমেন্টের লোকজনদের যেন তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিস এ প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায়, উত্তেজিত জনতা পুলিস ও ম্যানেজমেন্টের লোকজনদের দিকে তাক করে পাথর ছুঁড়তে থাকে এবং ওসি মাল থানা কে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেয় এবং ম্যানেজারকে কুকরি দিয়ে কপালে আঘাত হানে, ফলে কিছু রক্তপাতের সৃষ্টি হয়। পরের দিন সকাল ৫.৩০ নাগাদ সমস্ত শ্রমিকেরা কারখানায় আসে এবং পরে মহিলা শ্রমিকদের সামনে রেখে এবং প্রত্যেকের হাতে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এক রনংদেহী মুর্তি ধারণ করে এবং পুলিসের ঘেরাটোপ ভেঁঙ্গে ফেলে ম্যানেজমেন্টের লোকজনদের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করতে থাকে। পুলিস বেগতিক দেখে ম্যানেজমেন্টের লোকজনদের বাঁচাতে শূন্যে গুলি ছোঁড়ে এবং এতে একজনের মৃত্যু ঘটে। চা বাগানের ম্যানেজারের অভিযোগের প্ররিপ্রেক্ষিতে পুলিস মাল থানায় দুটি কেস দাখিল করে, তা যথাক্রমে কেস নং ১২৯ তাং ২২.৮.৯৯ এবং কেস নং ১৩০ তাং ২২.৮.৯৯।

পশ্চিমবঙ্গ চা বাগান শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের তরফে শ্রী সুকরা রেওটিয়া এবং শ্রী শান্তি ভৌমিক গত ৩০.৮.৯৯ তাং-এ পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনে একটা অভিযোগ দাখিল করে। এ. পি. ডি. আর, শিলিগুড়ি সাব-ডিভিশন ঘটনাটা কমিশনের দৃষ্টি গোচরে আনে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রেও ঘটনাটা প্রকাশিত হয়।

কমিশন তার তদন্ত শাখাকে আদেশ দেয় ব্যাপারটা তদন্তের জন্য এবং ইনসপেকটর এ. কে. দে, মানবাধিকার কমিশন ঘটনাটা তদন্ত করেন। তিনি প্রায় ৩০ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন। কমিশনের সামনে উক্ত ঘটনার দুটো ছবি ফুটে ওঠে। (১) পুলিশের গুলি চালানোটা যুক্তি সঙ্গত ছিল কিনা? (২) পুলিশ কি অতিরিক্ত বাহিনী নিয়োগ করেছিল যা কিনা উক্ত ঘটনার পক্ষে উপযুক্ত?

(চতুর্থ পাতার ১ম কলমে)

পুলিশ হাজতে অত্যাচারের দরুণ বিভাগীয় তদন্তের সুপারিশ

পুলিশ হাজতে অত্যাচার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিপ্রেক্ষিতে হরিহরপাড়া থানার এস. আই, মানস কুমার মাইতির বিরুদ্ধে কাজী সরিফুল ইসলাম গত ১৮.১২.৯৯ কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। খবরের কাগজের তথ্য ও অভিযোগকারীর অভিযোগ অভিন্ন হওয়ায় কমিশন মুর্শিদাবাদ পুলিশ সুপারের কাছ হইতে তথ্য চেয়ে পাঠান। এ. পি. ডি. আর তার জেলা কমিটির মাধ্যমে কমিশনকে জানান যে বহরমপুর সাধারণ হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানান হইয়াছে যে হরিহরপাড়া থানা হাজতে ভারপ্রাপ্ত অফিসার মানস কুমার মাইতি কাজী সরিফুলকে অত্যাচার করেন। বহরমপুর সাধারণ হাসপাতালের শল্যচিকিৎসক তার শংসাপত্রে কাজী সরিফুল ইসলামকে যিনি ১৫.১২.৯৯ থেকে ২১.১২.৯৯ পর্যন্ত চিকিৎসাধীন ছিলেন হাসপাতাল থেকে অব্যহতি দেন।

মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার তার তথ্যে জানান যে ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৮এ ধারায় এস. আই. তন্ময় ঘোষ ১৪-১২-৯৯ তারিখে বিকেলে সরিফুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেন। অভিযোগকারী জানান যে হরিহরপাড়া পুলিশ হাজতে থাকাকালীন এস. আই, মানস কুমার মাইতি তার উপর তিনবার অত্যাচার করেন এবং অত্যাচারের সময় এস. আই, তন্ময় ঘোষ ও হোমগার্ড (৪৮৭) কাজিবুদ্দিন উপস্থিত ছিলেন যিনি পরে তদন্তের সময় অভিযোগকারীর পক্ষ সমর্থন করেন। তদন্তে এও প্রমাণিত হয় যে আঘাতজনিত কারণে সরিফুল ইসলামকে বহরমপুর সাধারণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ সুপার আরো জানান যে ৪৯৮এ ধারায় ৪৭/২০০০ মামলায় প্রথম এত্তেলা তথ্যে সরিফুল ইসলামের নাম ছিল।

ভারতীয় দন্ডবিধির ৩২৫/৫০৪ ধারায় এস. আই. মানস কুমার মাইতির বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদ কোর্টে মামলা রুজু করেন যাহা বর্তমানে বিচারাধীন।

(তৃতীয় পাতার ১ম কলমে)